

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৬

দরিবর্তনের খায়ায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ

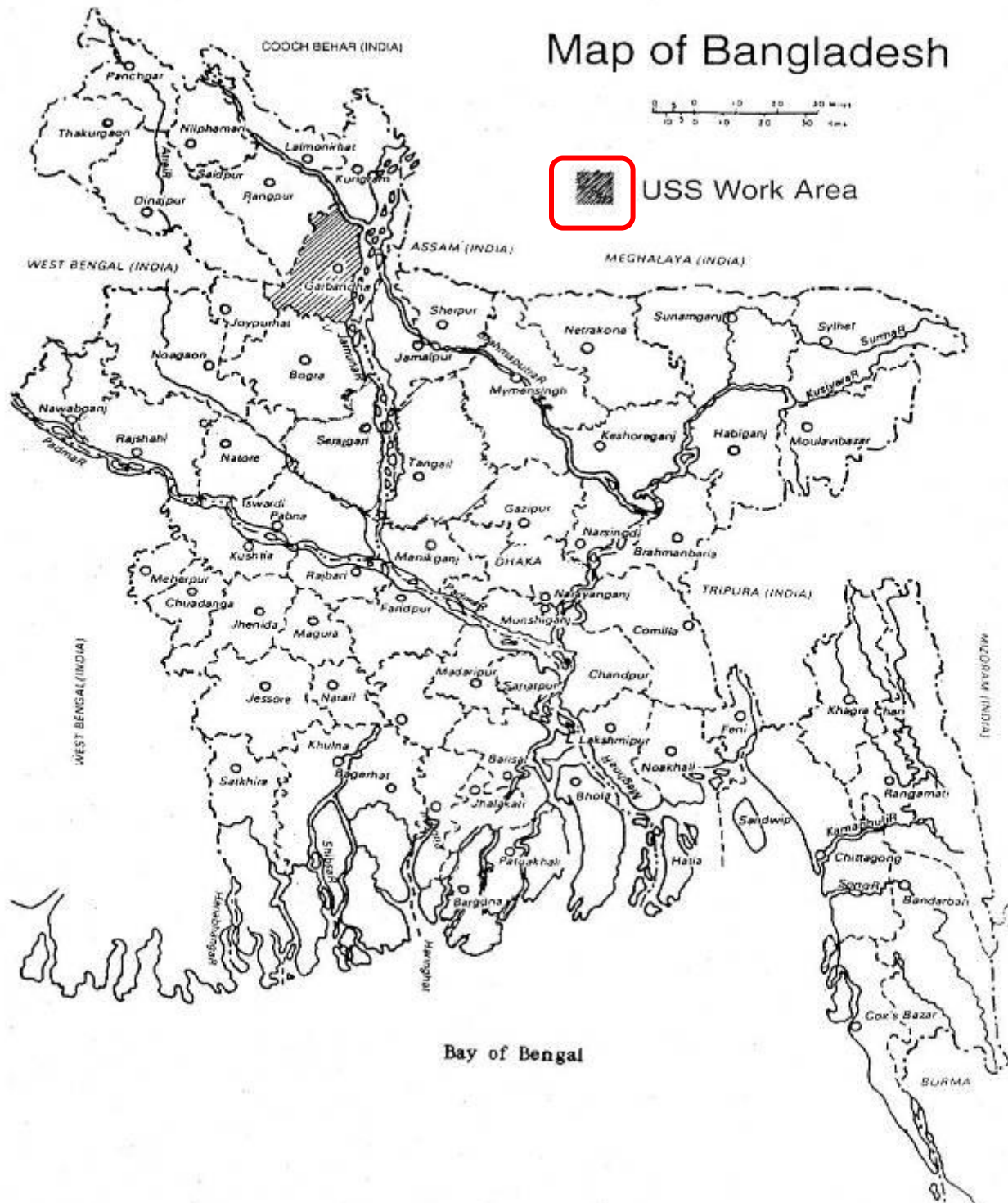
Commitment to change

উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা

পুটিমারী, সাঘাটা, গাইবান্ধা।

সম্পাদনায়	ঃ মোঃ শাহাদত হোসেন মন্ডল
প্রতিবেদন তৈরীতে	ঃ মোঃ সাঈদ-আল-আসাদ (তামীম) রিত্তি আক্তার
প্রচ্ছদ ও ডিজাইনে	
প্রকাশনায়	ঃ ডকুমেন্টেশন সেল উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা পুটিমারী, সাঘাটা, গাইবান্ধা।
মোবাইল	ঃ ০১৭১১-৪১৩৭৬৫.
ইমেইল	ঃ info@udayanbd.org uss.gaibandha@gmail.com
ফেইসবুক	ঃ www.facebook.com/ussgaibandha
ওয়েব সাইট	ঃ www.udayanbd.org

MAP SHOWING THE WORKING AREA OF USS



সূচী পত্র ৪:-

১. বার্ষিক প্রতিবেদনের প্রচ্ছদ-----
২. সম্পাদনা -----
৩. বাংলাদেশের মানচিত্রে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্কার কর্মপ্রকল্প -----
৪. সূচীপত্র -----
৫. ভিশন, মিশন, আদর্শ, মূল্যবোধ ও উদ্দেশ্য -----
৬. কর্মসূচী সমূহ : -----
৭. ক. শিক্ষা, তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি ও মানব সম্পদ উন্নয়ন-----
খ. জীবন জীবিকার মানউন্নয়ন-----
গ. জেডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন-----
ঘ. সুশাসন ও জনসংগঠন উন্নয়ন-----
ঙ. স্বাস্থ্য উন্নয়ন-----
চ. দুর্যোগ প্রস্তুতি ও ব্যবস্থাপনা -----
৮. বিভিন্ন সমাবেশ ও দিবস উদ্‌যাপন -----
৯. এক নজরে ২০১৫ সালের প্রকল্প, উন্নয়ন সহযোগী ও দাতা সংস্থা -----
১০. নেটওয়ার্ক সদস্য -----
১১. Organogram of USS.....
১২. অডিট

ভিশন (Vision)

ন্যায় ও জ্ঞান ভিত্তিক স্বাবলম্বী সমাজ
গঠন।

আদর্শ

সাহায্য নয় সহযোগিতা

নীতি

১. অংশগ্রহণ ২. স্বচ্ছতা
৩. জবাবদিহিতা ৪. প্রান্তিক ও
- প্রতিবন্ধীদের অংশীদারিত্ব
৫. শিশু বান্ধব পরিবেশ।

মিশন (Mission)

জ্ঞানের বিকাশ ও দক্ষতা উন্নয়নের
মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি
এবং স্থানীয় সম্পদ ও তথ্য প্রযুক্তির
সর্বোত্তম ব্যবহার, টেকসই
জনসংগঠন তৈরী, টেকসই পরিবেশ
উন্নয়ন, নারী পুরুষের সমতা এবং
অধিকার প্রতিষ্ঠা।

মূল্যবোধ

১. গণতন্ত্র
২. সমতা
৩. ন্যায্যতা
৪. সৃজনশীলতা ও
৫. সংবেদনশীলতা।

উদ্দেশ্য

- স্বাবলম্বী গ্রাম উন্নয়নে সুবিধা বঞ্চিত নারী পুরুষদের ক্ষমতায়িতকরণ ও টেকসই জন সংগঠন তৈরী
- নিরক্ষরতা দূরীকরণে স্থানীয় পর্যায়ে গণ-আন্দোলন গড়ে তোলা এবং কার্যকরী জনঅংশগ্রহণের মাধ্যমে সুবিধা বঞ্চিত জনগনের ছেলে মেয়েদের উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ের মাধ্যমে বাধ্যতা মূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার এবং আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণে সহায়তা।
- সুবিধা বঞ্চিত মানুষের জন্য তথ্য অধিকার নিশ্চিত করণ।
- সকল প্রকার জেডার বৈষম্য ও সহিংসতা দূরীকরণের মাধ্যমে মানুষের পারিবারিক জীবনে গুণগত পরিবর্তন আনয়ন করা।
- স্থানীয় সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও দায়বদ্ধতা সৃষ্টির জন্য সিবিও গঠনের মাধ্যমে সেবার মান বৃদ্ধি করা।
- শিশু ও প্রতিবন্ধীদের ইতিবাচক অংশগ্রহণ ও তাদের অধিকার আদায়ে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা।
- দরিদ্র ও অতিদরিদ্র মানুষের স্বাবলম্বীতা অর্জনে আয় উপার্জন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি। দুর্গম চর এলাকায় স্থায়ীত্বশীল জীবিকায়নে সহযোগিতা করা।
- জলবায়ুর নেতিবাচক প্রভাব, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষাকারী সম্পদের ধ্বংস রোধে পরিবেশ বান্ধব কার্যক্রম গ্রহণ এবং নির্মল পরিবেশ প্রতিষ্ঠায় গণ-আন্দোলনকে বেগবান করা।
- জনগণকে স্বাস্থ্য ও প্রতিরোধ মূলক সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে রোগমুক্ত সমাজ গঠন এবং সবার জন্য স্যানিটেশন, মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নয়ন, ধূমপান ও মাদক মুক্ত সমাজ গঠন করা।
- দুর্যোগে ঝুঁকি ও ক্ষয়-ক্ষতি হ্রাসে জনগনের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরা এবং দুর্যোগ কবলিত জনগনকে স্বাভাবিক জীবন যাপনে সহযোগিতা করা।

প্রধান কর্মসূচীঃ

১. শিক্ষা, তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি ও মানব সম্পদ উন্নয়ন;
২. জীবন জীবিকার মান উন্নয়ন;
৩. জেডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন;
৪. সুশাসন ও জনসংগঠন উন্নয়ন;
৫. স্বাস্থ্য উন্নয়ন;
৬. দুর্যোগ প্রস্তুতি ও ব্যবস্থাপনা।

কর্ম এলাকা

গাইবান্ধা জেলার ৩ টি উপজেলাঃ

১। গাইবান্ধা সদর। ২। সাঘাটা। ৩। ফুলছড়ি।

প্রতিষ্ঠার পর থেকে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা সম্মিলিত নীতি নির্ধারণী বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্থানীয় সংগঠন হিসাবে শুধুমাত্র গাইবান্ধা জেলায় কার্যমুম বাস্তবায়ন করবে। এ বছর দাতা সংস্থার আর্থিক সহযোগিতা কম থাকায় শুধুমাত্র সাঘাটা ও ফুলছড়ি উপজেলায় কার্যমুম বাস্তবায়ন করেছে।

কার্যমুম ভুক্ত এলাকা জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন	গ্রাম সংখ্যা
গাইবান্ধা	সাঘাটা	১। হলদিয়া ৬। কচুয়া ২। ঘুড়িদহ ৭। বোনারপাড়া ৩। পদুমশহর ৮। ভরতখালী ৪। মুক্তিগর ৯। জুমারবাড়ী ৫। সাঘাটা	১০৭
	ফুলছড়ি	১। গজারিয়া ২। ফুলছড়ি	১৬ ১৬
মোট ০১	০২ টি	১১ টি	১২৩ টি

লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠী

উত্তরবঙ্গের নদী ঐতিহ্যবাহী জনপদের মধ্যে গাইবান্ধা জেলার সিংহভাগ জনগণ দরিদ্র ও দুর্দশাগ্রস্ত। এদের মধ্যে চরম দরিদ্র, প্রতিবন্ধী, সমাজবঞ্চিত, নিরক্ষর, অদক্ষ, স্বল্প উপার্জনক্ষম, অধিকার ও সামাজিক বৈষম্যের শিকার। বিশেষত নারী ও শিশু এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ কবলিত জনগনই উদয়নের বিভিন্ন কর্মসূচীর আওতায় লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠী। এছাড়াও সুশীল সমাজ, স্থানীয় সরকার, প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও স্থানীয় বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগন ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিগন।

শিক্ষা, তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি ও মানব সম্পদ উন্নয়ন

শিক্ষা, তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি ও মানব সম্পদ উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা পরিবর্তনে অঙ্গীকার বদ্ধ। সাঘাটা এবং ফুলছড়ি উপজেলা অধিকতর দুর্যোগ কবলিত। এই দুই উপজেলার চর ও বাঁধ এলাকার জীবনযাত্রার মান যেমন পিছিয়ে আছে তেমনি এখানে অতিদরিদ্র পরিবারের শিশুদের লেখাপড়ার সুযোগ খুবই কম। দেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর বড় একটা অংশকে নিরক্ষর ও বঞ্চিত রেখে টেকসই উন্নয়ন নিরর্থক। অত্র সংস্থা প্রতিষ্ঠার প্রারম্ভিক কাল থেকে শিক্ষার সার্বিক গতিকে ত্বরান্বিত ও বিকশিত করতে কর্মএলাকায় পিছিয়ে পড়া, সুযোগ বঞ্চিত, বিদ্যালয় থেকে ঝড়ে পড়া দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ছেলে-মেয়েদের মৌলিক শিক্ষা প্রদান ও স্কুলগামী করা এবং মানবীয় মূল্যবোধ ও আদর্শ জীবনধর্মী শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে বাস্তব জীবনে কাজে লাগাতে পারে। সেই লক্ষ্যে বিদ্যালয় গুলোতে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকল্পে গণসাক্ষরতা অভিযান ও উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা যৌথ প্রচেষ্টায় কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ নিরলস ভাবে কাজ করে আসছে।

তৃণমূল পর্যায়ে জনগনের নিকট সহজে প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী পৌঁছানো গেলে দারিদ্রতা হ্রাস করা সম্ভব। বিশ্বে তথ্য যোগাযোগ ও প্রযুক্তির উত্তরোত্তর বিকাশের মাধ্যমে দরিদ্র বিমোচন ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে নানাভাবে

ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে। সরকার ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের অঙ্গীকারকে (ভিসন ২০২১) সামনে নিয়ে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা; ডি.নেট ও মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের সহায়তায় "Developing an Enabling Environment for Application of Act 2009 through Infolady Model" (DEAR Infolady)" প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার লক্ষিত জনগোষ্ঠীর মাঝে সকল প্রকার তথ্যসেবা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে। সেই সাথে কারিগরি শিক্ষা প্রসার বৃদ্ধির লক্ষ্যে উদয়ন টেকনিকেল ইন্সটিটিউট চালু করা হয়েছে। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষার বোর্ডের মাধ্যমে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। হস্তশিল্প প্রকল্পের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার লক্ষিত জনগোষ্ঠীর গ্রুপের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন।

কর্মসূচির এ্যাপ্রোচ : উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে শিক্ষা প্রশাসনের সাথে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্যাম্পেইন, এ্যাডভোকেসি ও লবিং, শিক্ষক ও এসএমসির দক্ষতা উন্নয়নে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে এবং তথ্যকল্যানীরা সুবিধা বঞ্চিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীদের ঘরে ঘরে তথ্য সেবা দোড় গোড়ায় পৌঁছে দিয়ে আসছে।

কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি :

শিক্ষা ওয়াচ কমিটি গঠন সভা, বার্ষিক পরিকল্পনা তৈরী, দ্বি-মাসিক সভা, নিয়মিত এসএমসি সভা নিশ্চিত করনে সহায়তা, মা সমাবেশ এ সহায়তা, ইউপি শিক্ষা স্ট্যান্ডিং কমিটির সাথে ওয়াচ কমিটির মিটিং, দিবস উদযাপন, কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা, উপজেলা শিক্ষা অফিসে যোগাযোগ-এ্যাডভোকেসি ও লবিং, শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় চ্যালেঞ্জ সমূহ: আমাদের করণীয় কর্মশালা, আনন্দময় ও কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষণ শিখন বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন, প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায় সুশাসন বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন, দক্ষতা উন্নয়ন ও জবাব দিহিতা পরিকল্পনা সভা, শিশু ভর্তি ও ঝরে পড়া রোধে ক্যাম্পেইন এবং জীবন ভিত্তিক তথ্য সেবা, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, কম্পোজ, শুধু প্রিন্ট, রঙ্গিন প্রিন্ট, ই-মেইল, স্ক্যানিং, মাল্টিমিডিয়া, কম্পিউটার সফটওয়্যার ইন্সটলেশন, প্যাকেট কোর্স, শর্টহ্যান্ড, কম্পিউটার হাতে খড়ি, ইন্টারনেট ব্রাউজিং, স্কাইপ, ইয়াহু ম্যাসেঞ্জার ও কথা বলা, ই-মেইল, ফেসবুক, টুইটার একাউন্ট খোলা, স্থানীয় তথ্য সেবা, পরীক্ষার ফলাফল।

ভূমিকাঃ প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি এবং সবার জন্য মান সম্মত প্রাথমিক শিক্ষাক। প্রতিটি পরিকল্পনাকে ধাপে ধাপে লক্ষ্যে পৌঁছাতে প্রয়োজন দক্ষ ব্যবস্থাপনা। বাংলাদেশের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের তিস্তা এবং ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় অবস্থিত চর ও বাধ এলাকায় বসবাসরত জনগনের জীবনযাত্রা নানা সমস্যায় জর্জরিত। নদীভাঙ্গন, বন্যা এ এলাকার মানুষের জীবনের নিত্য সঙ্গী। এখানকার অধিকাংশ মানুষ কৃষিনির্ভর ও প্রান্তিক চাষি এবং বর্ষা মৌসুমে মাছ ধরার কাজের সাথে জড়িত। বন্যা ও কর্মহীন সময়ে তারা এলাকা ছেড়ে কাজের সন্ধানে পরিবার পরিজন নিয়ে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয়। এ এলাকার শিশুরা অযত্ন, অবহেলা, নিরাপত্তাহীনতা, অপুষ্টি, নির্যাতন, শারিরিক ও মানসিক শাস্তি, বাল্যবিবাহ ও যৌন-হয়রানী সহ নানা প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে বেড়ে ওঠে। এখানকার শিক্ষা ব্যবস্থাও এর বাহিরে নয়। শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় জনঅংশগ্রহন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারের পক্ষ থেকে নানা বিধ কর্মসূচী গ্রহন করলেও তা প্রত্যাশিত মাত্রায় অগ্রগতি হচ্ছে না। জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০-এ বলা হয়েছে সব ধরনের বৈষম্য অবসান ঘটিয়ে সকলের জন্য শিক্ষার অধিকার ও সুযোগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিক্ষানীতির মৌলিক ভিত্তি হিসাবে অনুসরণ করা হয়েছে। বাংলাদেশে শিক্ষা ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া জেলাগুলোর মধ্যে গাইবান্ধা অন্যতম। তার মধ্যে সাঘাটা ও ফুলছড়ি উপজেলা শিক্ষা, যোগাযোগ ও মঙ্গা পিরিত এলাকা হিসাবে পরিচিত। এখানকার অভিভাবকগণ অসচেতন ও নিরক্ষর। এলাকায় অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকলেও শিক্ষকগণ নিয়মিত স্কুলে যায়না এবং গিয়ে থাকলেও পড়াশুনা ঠিকমত হয়না। এই সমস্যা থেকে উত্তরনের জন্য উদয়ন

স্বাবলম্বী সংস্থা ও গনসাক্ষতরা অভিযান এর সহায়তায় ফুলছড়ি উপজেলার ২ টি ইউনিয়ন ফুলছড়ি সদর ও গজারিয়া এবং সাঘাটা উপজেলার ২ টি ইউনিয়ন সাঘাটা ও মুক্তিনগর ইউনিয়নে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে সরকারের পাশাপাশি ইউনিয়ন ভিত্তিক বিভিন্ন পেশাজীবী লোকদের সমন্বয়ে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ গঠনের মাধ্যমে শিক্ষার মান উন্নয়ন করে যাচ্ছে।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

- ১) কর্ম এলাকায় বিদ্যালয়ে গমন উপযোগী ৫- ১৫ বৎসরের সকল শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তির উদ্যোগ নেওয়া।
- ২) শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয় থেকে ঝড়ে পরা রোধ ও বিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের শিক্ষা চক্র সম্পন্ন করার লক্ষ্যে অভিভাবকদের সচেতনতা সৃষ্টি করা।
- ৩) বিদ্যালয়ের লেখাপড়া পরিবেশ তৈরি ও মান সম্মত শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে কমিউনিটির সক্রিয় অংশগ্রহণ ও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া।
- ৪) কর্ম এলাকার প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ড বিভিন্ন ইস্যুতে স্থানীয় শিক্ষা প্রশাসন এবং বিদ্যালয়ে ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে যোগাযোগ করে সমস্যাগুলি নিয়ে মতবিনিময় করা এবং সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া
- ৫) প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করার পর মাধ্যমিক শিক্ষার অংশগ্রহণের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
- ৬) প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধি ও জবাবদিহিতার পরিবেশ তৈরি করা।

কর্মসূচির এ্যাপ্রোচ : (এই প্রোগ্রাম বা প্রকল্পের কার্যক্রম কিভাবে পরিচালিত হয়) গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা ও ফুলছড়ি উপজেলা ৪ টি ইউনিয়নে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের মাধ্যমে ৫০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার মান উন্নয়ন, ঝরেপড়া রোধ, শতভাগ ভর্তি নিশ্চিতকরণ, নিয়মিত মা সমাবেশ, ফলপ্রসূ এসএমসি মিটিং, জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন, সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্যাম্পেইন, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে শিক্ষা প্রশাসনের সাথে এ্যডভোকেসি ও লবিং, শিক্ষক ও এসএমসির দক্ষতা উন্নয়নে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

শিক্ষা ওয়াচ কমিটির দ্বি-মাসিক সমন্বয় সভাঃ প্রতিটি ইউনিয়নে ২০/২১ জন করে ৪ টি ইউনিয়নে মোট ৮২ জন সদস্য নিয়ে শিক্ষা ওয়াচ কমিটি গঠিত হয়। প্রতি ১ মাস পরপর ইউনিয়ন ভিত্তিক সভায় মিলিত হয়। সভায় বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা, শতভাগ ভর্তি, ঝড়ে পরা রোধ, এসএমসি মিটিং, মা সমাবেশ, বিভিন্ন দিবস উদ্‌যাপন, বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা সহ শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য বিদ্যালয় ভিত্তিক সমস্যা চিহ্নিত ও সমাধানের উদ্যোগ নেন। এছাড়া কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন এবং তা বাস্তবায়নের সহায়তা করেন। বর্তমানে প্রতিটি ইউনিয়নে বার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী শিক্ষা ওয়াচ কমিটি তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

শিক্ষা ওয়াচ কমিটির বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা পর্যালোচনা সভাঃ বছরের শরৎতেই ভিত্তিক ওয়াচ কমিটি সদস্যগণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান উন্নয়নে, ঝড়ে রোধ, এসএমসিমিটিং, মা



তৈরি ও
ইউনিয়ন
পরা

সমাবেশ,বিভিন্নদিবস

উদ্যাপন,বার্ষিকক্রীড়া প্রতিযোগিতা, কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা ইত্যাদি বিষয়ের উপর বার্ষিক ১০০০০০ (এক লক্ষ) টাকার পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করেন। ওয়াচ কমিটির সদস্যগণ এই পরিকল্পনা করে থাকেন। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের আগে সব শ্রেণি পেশার লোকদের নিয়ে পর্যালোচনা মূলক সভা করা হয়। সেখানে শিক্ষা প্রশাসনের লোক থাকেন। বিগত বৎসরের বাজেট নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা এবং আগামী বাজেটে সংযোজন ও বিয়োজন করে চূড়ান্ত করে তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

বিদ্যালয় ভিত্তিক সাব কমিটি গঠনঃ সাঘাটা,ফুলছড়ি উপজেলার চার টি ইউনিয়নে মোট ৫০টি বিদ্যালয়ে ৩ সদস্য বিশিষ্ট সাব কমিটি গঠন করা হয়। শিক্ষা ওয়াচ কমিটির একজন সদস্য আহবায়ক ও অপর ২ সদস্য কলেজ শিক্ষার্থী। প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বিভিন্ন শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা, শিশু ভর্তি বাড়ি পড়া রোধ বিষয়ক বিভিন্ন প্রচারণায় অংশগ্রহণ, শিক্ষা ওয়াচ কমিটি কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান,বিদ্যালয়ে ব্যবস্থাপনা সহ বিভিন্ন ইস্যুতে আয়োজিত সভায় অংশগ্রহণ ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও মতামত প্রদান, পি-প ও ইউপিইপি এর আওতায় বিদ্যালয়ে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করে শিক্ষা ওয়াচ কমিটির দ্বি-মাসিক সময় সভায় উপস্থাপন করা হয়।

দিবস উদ্যাপনঃ ইউনিয়নের প্রতিটি কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ এলাকায় স্থানে বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক,এসএমসি, ও এলাকার শিক্ষা অনুরাগী ব্যক্তিবর্গ দিবস উদ্যাপন করা হয়। দিবসের তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, চিত্রাংকন, সাধারণ প্রতিযোগিতা,সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের



নির্দিষ্ট

পিটিএ
নিয়ে

জ্ঞান

আয়োজন করা হয়। এতে শিক্ষার্থীদের মেধা বিকাশ,প্রতিযোগী মনোভাব,উদ্যমী,সাহসী, সম্পর্ক উন্নয়ন, সৃজনশীলতা, দেশপ্রেম,মমত্ববোধ, জাতিতসহ শিশুরা বিদ্যালয় মুখী হয়। অভিভাবকদের মধ্যে সচেতনতার সৃষ্টি হয়। শিক্ষক,এসএমসি ও শিক্ষা ওয়াচ কমিটির বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান উন্নয়নে উৎসাহ বাড়ি।

বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা : সাঘাটা,ফুলছড়ি উপজেলার চার টি ইউনিয়নে মোট ৪৪টি বিদ্যালয়ে ব্যবস্থাপনা কমিটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নিয়মিত উপস্থিতি, বাড়ি পড়ারোধ, বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ, আসবাবপত্র সল্লাতা, সমাপনী ভাল ফলাফল, দুর্বল শিক্ষার্থীদের কোচিং এর ব্যবস্থা, হোম ভিজিট, বাগান করা, শিক্ষার মান উন্নয়নে ইউপি শিক্ষা স্ট্যান্ডিং কমিটিসহ জেলা ও উপজেলা শিক্ষা প্রশাসনের যোগাযোগ করা। এছাড়া শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে তা বিদ্যালয়ে বাস্তবায়ন করা। যার ফলে বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান উন্নয়ন, এসএমসির ও অভিভাবক সদস্যদের সচেতনতা বৃদ্ধিসহ বিদ্যালয়ের আনুসঙ্গিক পরিবেশের পরিবেশের উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে।

বিদ্যালয় ভিত্তিক মা সমাবেশ : কর্ম এলাকার প্রতিটি বিদ্যালয়ে বছরে একবার মা সমাবেশের আয়োজন করা হয়। শিশু ঝড়ে পড়া রোধ, নিয়মিত উপস্থিতি, বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ, পরিস্কার পরিচ্ছন্ন, স্কুল ড্রেস, বাড়ীর কাজ, খাদ্য পুষ্টি ও শিক্ষা উপকরন সহ বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করা হয়। এর ফলে মায়েদের ও আচার আচরনের ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে। শিক্ষকদের সাথে অভিভাবকদের উন্নয়ন হচ্ছে যার ফলে গুনগত শিক্ষার সাধিত হচ্ছে।



নিয়ে
শিক্ষা, স্বাস্থ্য
সাধিত
সম্পর্ক
মানউন্নয়ন

ইউপি শিক্ষা স্ট্যান্ডিং কমিটির সাথে ওয়াচ কমিটির সভা: ইউপি শিক্ষা স্ট্যান্ডিং কমিটির সাথে শিক্ষা ওয়াচ কমিটির ৪ টি ইউনিয়নে ১৬ টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শিক্ষা ওয়াচ কমিটি অত্র ইউনিয়নের বিদ্যালয়গুলির সার্বিক চিত্র তুলে ধরেন। ইউপি শিক্ষা স্ট্যান্ডিং কমিটির বার্ষিক বাজেট নিয়ে আলোচনা করেন। আলোচনার উভয়ের সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যালয়ে মানসম্মত শিক্ষার জন্য বেঞ্জ, শিক্ষা উপকরন, রাস্তা নির্মাণ, বন্যায় শিক্ষার্থী/শিক্ষক পারাপারের ব্যবস্থা, খেলার সরঞ্জাম, গরীব ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের আর্থিক সহায়তা, অবকাঠামো উন্নয়ন সহ শিক্ষা প্রশাসনের সাথে সমন্বয় রাখেন এতে করে শিক্ষার মান উন্নয়ন হচ্ছে। ইতিমধ্যে মুক্তিনগর, গজারিয়া ও সাঘাটা ইউনিয়নে কিছু বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের বসার জন্য বেঞ্জ সরবরাহ করা হয়েছে। ফুলছড়ি ইউনিয়নে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের পারাপারের জন্য নির্দিষ্ট সময়ে নৌকার ব্যাছা করা হয়েছে।

কৃতি শিক্ষার্থী সংবর্ধনা: শিক্ষার্থীদের উৎসাহ বাড়ানোর জন্য ইউনিয়নের প্রতিটি বিদ্যালয়ের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরিক্ষায় এ,এ+ ও বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। ৪ টি ইউনিয়নে সর্ব



মোট ৪৬০জন কৃতি শিক্ষার্থীকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এদের মধ্যে এ ওএ+ শিক্ষার্থীদের সার্টিফিকেট ও একটি করে কলম উপহার দেওয়া হয়।

৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের ক্রেস্ট, সার্টিফিকেট ও একটি করে কলম হয়। ফুলছড়ি উপজেলার গজারিয়া ইউনিয়নে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান ছিলেন জনাব, মোঃ হাবিবুর রহমান, চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ ফুলছড়ি, গাইবান্ধা। ফুলছড়ি ইউনিয়নে প্রধান অতিথি ছিলেন মোঃ আব্দুল ওয়াহেদ, সহকারি উপজেলা শিক্ষা অফিসার, ফুলছড়ি, সাঘাটা উপজেলার মুক্তিগর ইউনিয়নে প্রধান অতিথি হিসেবে



জিপিএ

দেওয়া

অতিথি

জনাব,

গাইবান্ধা

উপস্থিত

ছিলেন জনাব, একেএম আমিরুল ইসলাম, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, গাইবান্ধা। বিশেষ অতিথি ছিলেন জনাব, মোঃ ইয়াকুব হোসেন, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, সাঘাটা, গাইবান্ধা। সাঘাটা ইউনিয়নে প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন জনাব, একেএম আমিরুল ইসলাম, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, গাইবান্ধা। বিশেষ অতিথি ছিলেন জনাব, এম আব্দুস ছালাম, নির্বাহী প্রধান, গণউন্নয়ন কেন্দ্র, নশরৎপুর, গাইবান্ধা। সংবর্ধনার স্কুল টু স্কুল, শিক্ষার্থী সাথে শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের মধ্যে প্রতিযোগিতা মূলক মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে। আগামীতে জেএসসি পরিক্ষাতেও এর চেয়ে আরও ভাল ফলাফলের আশা ব্যক্ত করেছে। ভবিষ্যতে সুনাগারক হিসেবে গড়ে ওঠে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হওয়ারসত বড় সপ্ন দেখছেন। শিক্ষা প্রশাসন, চেয়ারম্যান, শিক্ষক, এসএমসি ও মিডিয়ার সাথে শিক্ষা ওয়াচ কমিটির মতবিনিময় সভাঃ কমিউনিটি এডুকেশন কর্ম এলাকায় প্রতিটি ইউনিয়নে শিক্ষা প্রশাসন, চেয়ারম্যান, ম্যানেজিং কমিটি ও সাংবাদিকদের সাথে শিক্ষা ওয়াচ কমিটির মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষা ওয়াচ কমিটির পক্ষ থেকে ইউনিয়নের বিদ্যালয়গুলির পর্যবেক্ষনের ভিত্তিতে সমস্যা তুলে ধরেন। ম্যানেজিং কমিটির সদস্যগণ তাদের স্ব স্ব বিদ্যালয়ের সার্বিক চিত্র তুলে ধরেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে চেয়ারম্যান ও শিক্ষা প্রশাসন প্রতিটি বিদ্যালয়ের সমস্যা গুলি সমাধানের জন্য আশ্বস্ত করেন। শিক্ষা প্রশাসন থেকে ফুলছড়ি, গজারিয়া ইউনিয়নে উপস্থিত ছিলেন সহকারি উপজেলা শিক্ষা অফিসার জনাব আব্দু ওয়াহেদ। সাঘাটা এবং মুক্তিগর ইউনিয়নে উপস্থিত ছিলেন জনাব, আব্দুল বাকী সরকার, ইনস্ট্রাক্টর ইউআরসি, সাঘাটা, ও সহকারি শিক্ষা অফিসার জনাব মোছাঃ রাবেয়া বেগম, সাঘাটা, গাইবান্ধা। এছাড়া প্রতিটি ইউনিয়নের চেয়ারম্যানগণ উপস্থিত ছিলেন। বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষা সংক্রান্ত যেকোন ধরনের সমস্যা দেখা দিলে শিক্ষা স্ট্যান্ডিং কমিটির সভাপতিকে অবহিত করবেন। ইউপি মাসিক সমন্বয় সভায় তা উপস্থাপন করে সমাধান করার চেষ্টা করা হবে।

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও ক্যাম্পেইন : প্রতিটি ইউনিয়নে শিক্ষার্থীদের



মেধাবিকাশ, প্রতিযোগীমনোভাব, মনোবলবৃদ্ধি, উদ্যমী, সাহসী, সম্পর্কউন্নয়ন, সৃজনশীলতা, দেশপ্রেম, মতবোধ, জাতিতসহ শিশুদের বিদ্যালয়মুখী করার জন্য বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক ক্যাম্পেইন এর আয়োজন করা হয়। ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় যে সমস্ত বিষয় ছিল বড় ছেলে মেয়েদের ২০০মি: দৌড়, ছোট ছেলেমেয়েদের ১০০মি: দৌড়, মোরগযুদ্ধ, রশিনৃত্য, অংক কষা দৌড়, সুন্দর হাতের লেখা প্রতিযোগিতা, কবিতা আবৃত্তি, সাধারণ জ্ঞান, চিত্রাংকন, নৃত্য ও দেশাত্ববোধক গানের প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এছাড়া অতিথিদের জন্য মহিলাদের বালিশ পাচার ও পুরুষদের জন্য হাড়িভাঙ্গা খেলার আয়োজন করা হয়। মুক্তিনগর ইউনিয়নে সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অংশগ্রহণে পুটিমারি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা ওয়াচ কমিটি সভাপতি জনাব মো: নাদের হোসেন মন্ডলের সভাপতিত্বে আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন জনাব এএইচএম গোলাম শহীদ রঞ্জু, চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, সাঘাটা, গাইবান্ধা। সাঘাটা ইউনিয়নে সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অংশগ্রহণে যোগীপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে জনাব মো: আইয়ুব হোসেন, সভাপতি, শিক্ষা ওয়াচ কমিটি, সাঘাটা সভাপতিত্বে আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি ছিলেন জনাব মোছাঃ রাবিয়া বেগম, সহকারি শিক্ষা অফিসার, সাঘাটা গাইবান্ধা। গজারিয়া ইউনিয়নে শিক্ষা ওয়াচ কমিটির সভাপতি জনাব মোঃ সাজু মিয়া সভাপতিত্বে আলোচনা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি ছিলেন জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান, উপজেলা চেয়ারম্যান, ফুলছড়ি, গাইবান্ধা। ফুলছড়ি ইউনিয়নে জনাব, মো: আব্দুর রহিম এর

সভাপতিত্বে আলোচনা ও পুরস্কা বিতরণী সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন, জনাব মোঃ আব্দুল ওয়াহেদ, সহকারি শিক্ষা অফিসার, ফুলছড়ি, গাইবান্ধা। এই বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ফলে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক, এসএমসি, শিক্ষা ওয়াচ কমিটির সদস্য সহ এলাকা বাসির মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। ভবিষ্যতে এরকম আরও অনুষ্ঠান করার দাবি জানান।

আদর্শ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শনঃ কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ, শিক্ষক, এসএমসি সক্ষমতা বৃদ্ধির করা যাতে তারা মডেল বিদ্যালয়ের কার্যক্রম ও মতবিনিময় থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে নিজ এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান উন্নয়নে প্রয়োগ করতে পারে। উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা এই কার্যক্রমকে বেগবান করা জন্য মার্চ-



ডিসেম্বর/১৪ পয়ল্ড চারটি ইউনিয়নে মোট ৩ ব্যচে শিক্ষা কর্মসূচী পরিদর্শন কার্যক্রম আয়োজন করে। এই কার্যক্রমে বাংলাদেশের জাতীয় পর্যায়ে স্বীকৃত শ্রেষ্ঠ প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহ যেমন, গাইবান্ধার শিবরাম আদর্শ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, গাজপুরের লতিফপুর মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করা হয়। ৩ ব্যচে ৪ ইউনিয়ন থেকে শিক্ষক এসএমসি ও শিক্ষা ওয়াচ কমিটির মোট ৪৫জন ৭ জন নারী ও ৩৮ জন পুরুষ অংশগ্রহণ করেন। পরিদর্শনের অভিজ্ঞতার আলোকে কর্ম পরিকল্পনা করেন এবং তা বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

আনন্দায়ক ও
কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষণ-
শিখন বিষয়ক
ওরিয়েন্টেশন :
কমিউনিটি এডুকেশন
গ্রুপ কর্ম এলাকায় ৪টি



ওয়াচ

ইউনিয়নে মোট ৬ ব্যাচে আনন্দদায়ক ও কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষণ- শিখন বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ওরিয়েন্টেশনে ৪৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান ও সহকারি শিক্ষক, শিক্ষা ওয়াচ কমিটির সদস্য, এসএমসি ওপিটিএ সদস্য, জনপ্রতিনিধি এবং বিদ্যানুরাগী ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন। ৬

ব্যাচে মোট ১৮০জন নারী ওরিয়েন্টেশনে অংশগ্রহণ করেন। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি মহোদয় সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ও রিসোর্সপার্সন হিসেবে উপস্থিত জনাব একেএম আমিরুল ইসলাম, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, গাইবান্ধা। পিটিআইএর সুপারেটেডেন্ট ছামছিয়ারা বেগম, সহকারি



পুরুষ করেন।

গণের

ছিলেন

জনাব জেলা

প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার জনাব মোঃ আশরাফুল কবির, সহকারি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার অহিন্দ্র কুমার, উপজেলা শিক্ষা অফিসার জনাব, নজরুল ইসলাম, ফুলছড়ি, গাইবান্ধা, উপজেলা শিক্ষা অফিসার জনাব মোঃ ইয়াকুব হোসেন, সাঘাটা, গাইবান্ধা। ইউআরসি ইনস্ট্রাক্টর জনাব মোঃ আব্দুল বাকী, জাতীয় শ্রেষ্ঠ শিক্ষক জনাব নূরুল আলম, সহকারি উপজেলা শিক্ষা অফিসার জনাব, মোছাঃ রাবিয়া বেগম, সাঘাটা, জনাব মোঃ আব্দুল ওয়াহেদ ফুলছড়ি, জনাব মোঃ আনিছুর রহমান সহকারি শিক্ষা অফিসার ফুলছড়ি উপস্থিত ছিলেন। তারা এই মত প্রকাশ করেন যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আনন্দদায়ক ও মান সম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করণে বিভিন্ন শিখন উপকরণ ব্যাহার ও দলীয় পাঠদানের মাধ্যমে কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষণ শিখন পদ্ধতি প্রয়োগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অংশগ্রহণকারী শিক্ষকগণ আনন্দদায়ক ও কর্মকেন্দ্রিক প্রশিক্ষণটি স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রহণ করেন এবং সিদ্ধান্ত নেন তাদের স্বয়ং শ্রেণি কক্ষ আনন্দদায়ক রাখবেন। কমিউনিটি নিরিক্ষা বাস্‌ডবায়ন বিষয়ক মতবিনিময় সভাঃ কমিউনিটি ওয়াচ গ্রুপ কর্ম এলাকায় ২০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় নিয়ে ৪টি কমিউনিটি নিরিক্ষা বাস্‌ডবায়ন বিষয়ক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিটি কমিউনিটি নিরিক্ষা বাস্‌ডবায়ন বিষয়ক মতবিনিময় সভায় নমুনায়নের মাধ্যমে ইউনিয়ন প্রতি ৫ টি বিদ্যালয় নির্বাচন করা হয়। সভায় উপস্থিত থাকেন শিক্ষা প্রশাসন, চেয়ারম্যান, শিক্ষক, পি-প ও এসএমসি কমিটির সদস্য, শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষা ওয়াচ গ্রুপের সদস্য সহ মোট ৪৩৫ জন অংশগ্রহণ করেন। সভায় সভাপতিত্ব

করেন শিক্ষা ওয়াচ কমিটির সভাপতি মহোদয়গণ। এ সভায় কমিউনিটি নিরিক্ষা কার্যক্রম বাস্‌ড় বায়নের ক্ষেত্রে কে কি

দায়িত্ব পালন করবে, পি-প,এসএমসি, পিটিএ কমিটি গঠন ও তাদের দায়িত্ব বিষয়ে আলোচনা ও মতবিনিময় করা হয়। কমিউনিটি নিরিক্ষা বাস্‌ড়বায়নে বিদ্যালয়ে কোন কোন ইস্যুর ভিত্তিতে তথ্য সংগ্রহ করা হবে সে বিষয়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। পরবর্তীতে পি-পের কার্যক্রম সঠিকভাবে বাস্‌ড়বায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায় সুশাসন বিষয়ক ওরিয়েন্টেশনঃ

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের কর্ম এলাকায় ৪টি ইউনিয়নে ৪টি ব্যাচে প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায় বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত অংশগ্রহন করেন প্রধান এসএমসি, পিটিএ, ইউপি স্ট্যান্ডিং কমিটির ও কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সহ মোট ১২০জন নারী অংশগ্রহন করেন।



প্রতিটি ওরিয়েন্টেশনে

পর্বে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতির সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন, একেএম আমিরুল ইসলাম, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, গাউবান্ধা, ফুলছড়ি উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার জনাব মোঃ আবুবক্কর ছিদ্দিক, গাইবান্ধা পিটিআইয়ের সহ সুপারিনটেনডেন্ট জনাব মোঃ ফরিদ উদ্দিন হায়দার। ইউইরসির ইনস্ট্রাক্টর জনাব মোঃ আব্দুল বাকী সরকার। মোঃ ইয়াকুব হোসেন, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, সাঘাটা, গাইবান্ধা।

ওরিয়েন্টেশনে সুশাসনের ধারণা ও বৈশিষ্ট্য, কমিউনিটি ওয়াচ গ্রুপের কার্যক্রম, শিক্ষক- এসএমসি- পিটিএ- এর ভূমিকা, আদর্শ বিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্য, সুশাসন নিশ্চিত করণীয় বিষয়ে আলোচনা করা হয়। অংশগ্রহনকারি গন নিজ নিজ নিয়ন্ত্রণাধীন বিদ্যালয়ের সুশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। এই পরিকল্পনায় বিদ্যালয়ের এসএমসিকে সক্রিয় করা, নিয়মিত অভিভাবক সভা করা, সঠিক নিয়মে জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা, বিদ্যালয়ে আনন্দময় শিখন পরিবেশ তৈরি করা, কৃতি শিক্ষার্থী দেওয়া, প্রতিবন্ধী শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিত করা,

সাংস্কৃতিক কার্যক্রম
ওখেলার স্ট্রলার আয়োজন
শিক্ষার্থীর সমঅংশগ্রহন
করা, বিভিন্ন দিবস পালনে
শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহন
করা ইত্যাদি বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত
হয় এবং অংশগ্রহনকারীগণ
প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এসব
বাস্তবায়নে অঙ্গিকার করেন।



এবং সকল
নিশ্চিত
বিদ্যালয়ে
নিশ্চিত
ভুক্ত করা
সংশ্লিষ্ট
পরিকল্পনা

শিখন- শেখানো প্রক্রিয়ার চ্যালেঞ্জ; আমাদের করণীয় বিষয়ক প্রশিক্ষণঃ কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ কর্ম এলকায় ৪টি ইউনিয়নে মোট ৪৮৮৮ শিক্ষণ- শিখন প্রক্রিয়ার চ্যালেঞ্জ:আমাদের করণীয় বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ ৪৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান ও সহকারি শিক্ষক,শিক্ষা ওয়াচ কমিটির সদস্য, এসএমসি ওপিটিএ সদস্য, জনপ্রতিনিধি এবং শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিগণ অংশগ্রহন করেন। ৪ ব্যচে মোট ১৩৫ জন নারী পুরুষ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহন করেন। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি মহোদয় গনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ও রিসোর্সপার্সন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব একেএম আমিরুল ইসলাম,জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, গাইবান্ধা। পিটিআইএর সুপারেটেডেন্ট জনাব সামছিয়ারা বেগম, সহকারি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার জনাব মোঃ আশরাফুল কবির,সহকারি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার অহিন্দ্র কুমার, উপজেলা শিক্ষা অফিসার জনাব, নজরুল ইসলাম, ফুলছড়ি, গাইবান্ধা, উপজেলা শিক্ষা অফিসার জনাব মোঃ ইয়াকুব হোসেন, সাঘাটা, গাইবান্ধা। ইউআরসি ইনস্ট্রাক্টর জনাব মোঃ আব্দুল বাকী, জাতীয় শ্রেষ্ঠ শিক্ষক জনাব নূরুল আলম, সহকারি উপজেলা শিক্ষা অফিসার জনাব,মোছাঃ রাবিয়া বগম, সাঘাটা, জনাব মোঃ আব্দুল ওয়াহেদ ফুলছড়ি, জনাব মোঃ আনিছুর রহমান সহকারি শিক্ষা অফিসার ফুলছড়ি,গাইবান্ধা উপস্থিত ছিলেন। তারা এই মত প্রকাশ করেন যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিখন বা লার্নিং হলো অভিজ্ঞতা অর্জন ও অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের আচরন ও যোগ্যতার ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হওয়া। শিখনের ফলে শিক্ষার্থীদে জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়ন ঘটে এবং সে তার জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। শেখানো টিচিং হলো শিক্ষক কর্তৃক শিক্ষার্থীদের জন্য এমন একটি সুযোগ তৈরি করে দেওয়া যাতে তারা শ্রেণি কক্ষ ও শ্রেণিকক্ষ বহির্ভূত বিভিন্ন কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহনের মাধ্যমে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করতে পারে, তাদের মাঝে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি সহ কাজিত পরিবর্তন সাধিত হয়।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সিটিজেন চাটার বিষয়ে অবহিতকরন সভাঃ ২৯ ডিসেম্বর/২০১৪ তারিখে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার প্রশিক্ষণ কক্ষে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সিটিজেন চাটার বিষয়ে অবহিত করন সভা অনুষ্ঠিত হয়। জনাব,মোঃ শাহাদত হোসেন



মন্ডল, নির্বাহী পরিচালক মহোদয়ের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার,গাইবান্ধা, বিশেষ অতিথি ছিলেন জনাব আব্দুল বাকী সরকার, ইনস্ট্রাক্টর, ইউআরসি,সাঘাটা। অংশগ্রহনকারি ছিলেন কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ এলাকাল ১০ প্রধান শিক্ষক, অভিভাবক ৫ জন এসএমসি সদস্য ১০জন, স্থানীয় সাংবাদিক প্রতিনিধি ৫জন, কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্য ৫ জন স্থানীয় জন প্রতিনিধি সহ মোট ৪০ জন অংশগ্রহন করেন।

আলোচ্য বিষয় ছিল স্থানীয় কমিউনিটিকে সিটিজেন চাটার বিষয়ে অবহিত করা।সিটিজেন চাটার অনুযায়ী বিদ্যালয়ে শিশু ভর্তি,বিনামূল্যে বই বিতরন, উপবিত্তি, ঝড়ে পরা রোধ, শ্রেণি কক্ষে মানস্মত লেখা পড়ার পরিবেশ সৃষ্টির জন্য কমিউনিটির সক্রিয় অংশগ্রহনের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহন করা। প্রতিটি বিদ্যালয়ের জন্য সিটিজেন চাটার অতিব জরুরী। সব বিদ্যালয়ের সামনেই সিটিজেন চাটার ডিপে- করার সিদ্ধান্ত হয়। সিটিজেন চাটার থেকেই বিদ্যালয়ের যে কোন তথ্য নিখে পারেন।

খানা জরিপ ও প্রাপ্ত ফলাফলের উপর মতবিনিময় সভাঃ

উদ্দেশ্যঃ ১) ইউনিয়নের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে অবগতহওয়া।

২)বিদ্যালয়ে গমনউপযোগী শিশুর সম্পর্কে ধারণা লাভ।



সংখ্যা

৩) ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষা
বিরাজমান অবস্থা সম্পর্কে
লাভ। ৪) সংগৃহীত তথ্য
কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ
সহ ইউনিয়নের বিভিন্ন ধরনের
পরিকল্পনা প্রণয়নে ব্যবহার
৫) কমিউনিটি এডুকেশন
গ্রুপ এর ভবিষ্যৎ মূল্যায়নে
বেজলাইন তথ্য হিসাবে
করা। খানা জরিপঃ জুন/১৪
কমিউনিটি এডুকেশন এলাকার
ইউনিয়নে খানা জরিপ



ধারণা

গ্রুপ
উন্নয়ন
করা
ওয়াচ

ব্যবহার

৪ টি

কার্যক্রমের জন্য ১৪০ জন ভলান্টিয়ার নিয়োগ ১৬ জন সুপার ভাইজার নিয়োগ করা। প্রথম ব্যচে গজারিয়া ও ফুলছড়ি ইউনিয়নের ভলান্টিয়ার ও সুপারভাইজারদের তিন দিনের করে ওরিয়েন্টেশন আয়োজন করা হয়। গজারিয়া ইউনিয়নের ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয় গজারিয়া ইউনিয়ন পরিষদের হল রুমে। সহায়ক ছিলেন মির্জা কামরুন্নাহার ও মোছাঃ কলি বেগম গণসাক্ষরতা প্রতিনিধি এবং ফুলছড়ি ইউনিয়নের ভলান্টিয়ারদের ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয় টেংরাকান্দি এমএ সবুর দাখিল মাদ্রাসায় সেখানে সহায়ক ছিলেন জনাব, গিয়াস আহম্মেদ, উপ কার্যক্রম ব্যবস্থাপক গণসাক্ষরতা অভিযান। অতপর মুক্তিনগর ও সাঘাটা ইউনিয়নের ভলান্টিয়ার ও সুপারভাইজারদের তিন দিনের ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়। মুক্তিনগর ইউনিয়নের ওরিয়েন্টেশন উদয়ন প্রশিক্ষণ কক্ষে এবং সাঘাটা ইউনিয়নের ওরিয়েন্টেশন বি ডাব-উ এইচ সি অফিসে অনুষ্ঠিত হয়। এখানে সহায়কের ভূমিকা পালন করেন মোঃনোজমুল হক ও মাহমুদুল হাসান। খানাজরিপের কার্যক্রম ১৬- ১৭ দিন কর্ম দিবসে সম্পন্ন। প্রাপ্ত ফলাফলের উপর মতবিনিময় সভাঃ খানা জরিপের প্রাপ্ত ফলাফলের উপর মতবিনিময় সভা ৩১ আগস্ট ২০১৪ ফুলছড়ি ইউনিয়নে টেংরাকান্দি এমএ সবুর দাখিল মাদ্রাসা মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। জনাব এমএ সবুর হোসেন, চেয়ারম্যান, ফুলছড়ি ইউনিয়ন পরিষদ, সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন, জনাব একেএম আমিরুল ইসলাম, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, গাইবান্ধা। আরও উপস্থিত ছিলেন ডিএফআইডি প্রতিনিধি দল, কেএম এনামুল হক, ডেপুটি ডিরেক্টর, গণসাক্ষরতা অভিযান। তিনি খানা জরিপের প্রাপ্ত ফলাফল উপস্থাপন করেন। ২২ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে সাঘাটা ও গজারিয়া ইউনিয়নে খানা জরিপের প্রাপ্ত ফলাফলের উপর মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সাঘাটা ইউনিয়নে জনাব মোঃ আইয়ুব হোসেন, সভাপতি শিক্ষা ওয়াচ কমিটি এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি

ছিলেন এএইচ এম গোলাম শহীদ রঞ্জু, উপজেলা চেয়ারম্যান, সাঘাটা,গাইবান্ধা। বিশেষ অতিথি ছিলেন মোঃ আব্দুল জোব্বার, উপজেলা শিক্ষা অফিসা গাইবান্ধা সদর। গজারিয়া ইউনিয়নে খানা জরিপে প্রাপ্ত ফলাফলের উপর মতবিনিময় সভায় জনাব সাজু মিয়া, সভাপতি শিক্ষা ওয়াচ কমিটির সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন জনাব আব্দুল বাকী সরকার, ইনস্ট্রাক্টর ইউআরসি, সাঘাটা।

২৩ ডিসেম্বর,২০১৪ তারিখে মুক্তিনগর ইউনিয়নে খানা জরিপের ফলাফলের উপর মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষা ওয়াচ কমিটির সভাপতি জনাব মোঃ নাদের হোসেন মন্ডলের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব একেএম আমিরুল ইসলাম, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, গাইবান্ধা। বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান মোছাঃ নাজনীন বেগম,মোছাঃ রাবেয়া বেগম, সহকারি শিক্ষা অফিসার, সাঘাটা, মুক্তিনগর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আব্দুল মঈন প্রধান লাবু।

প্রতিটি ইউনিয়নে মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন শিক্ষক, এসএমসি ও পিটিএ সদস্য, অভিভাবক, এনজিও প্রতিনিধি, ইউপি সদস্য, সাংবাদিক সহ শিক্ষা অনুরাগী প্রায় ৫০০ জন নারী পুরুষ।খানা জরিপের উপর প্রাপ্ত ফলাফল উপস্থাপন করেন জনাব গিয়াস উদ্দিন আহমেদ, সিনিয়র ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, গণসাক্ষরতা অভিযান।

সভায় জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত ইউনিয়নের আর্থসামাজিক অবস্থা সহ প্রাথমিক শিক্ষার বিরাজমান অবস্থা তুলে রখা হয়। এতে অংশগ্রহনকারিগন প্রাথমিক শিক্ষা শতভাগ ভর্তি,শিক্ষার্থী ঝড়ে পড়ার হার হ্রাস ও শিক্ষা চক্র সমাপ্ত করেন এই জরিপের ফলাফল সহায়ক ভূমিকা রাখবে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। প্রতিটি ইউনিয়নে জনবহুল স্থানে খানা জরিপের প্রাপ্ত ফলাফল বিল বোডের মাধ্যমে ডিসপে- করা হবে। যাতে যে কোন নাগরিক তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য সহজেই নিতে পারেন।

আদর্শ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উপর নির্মিত ভিডিও প্রদর্শন ও আলোচনা সভাঃ

প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন ও জন সচেতনতা বৃদ্ধি ও মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মান সম্মত শিক্ষা কার্যক্রম সম্পর্কে স্থানীয় ধারনা উন্নয়ন এবং সংশ্লিষ্ট মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা করতে অনুপ্রানিত করা ও মডেল বিদ্যালয়ের অনুকরণ যোগ্য পদ্ধতি সমূহ নিজনিজ বিদ্যালয়ে



জনগনের
সকলকে
নিশ্চিত
প্রাথমিক
প্রধানের
প্রয়োগ

করার জন্য অঙ্গিকার গ্রহন এবং বাস্তবায়নে সকলকে উদ্যোগী করে তোলার লক্ষ্যে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ কর্মএলাকায়, আদর্শ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উপর নির্মিত ভিডিও প্রদর্শন ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

২৭ ডিসেম্বর, ২০১৪ গজারিয়া ইউনিয়নে জমিলা আকতার উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে শিক্ষা ওয়াচ কমিটির সভাপতি জনাব সাজু মিয়ার সভাপতিত্বে আরোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন আব্দুল বাকী সরকার, শিক্ষা প্রশাসন, সাঘাটা। আরও বক্তব্য রাখেন জনাব দীপা খা সভাপতি জমিল আকতার উচ্চ বিদ্যালয়।

২৮ ডিসেম্বর/১৪ তারিখে ফুলছড়ি ইউনিয়নে জনাব আবু বক্কর ছিদ্দিক, সভাপতি চর খোলাবাড়ী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। প্রধান অতিথি ছিলেন জনাব মোঃ আশরাফুল কবির, সহকারি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, গাইবান্ধা।

২৯ ডিসেম্বর/১৪ মুক্তিনগর ইউনিয়নে উদয়ন চত্তর পুটিমারিতে জনাব মোঃ শাহাদত হোসেন মন্ডল, নির্বাহী পরিচালক, সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন শিক্ষা প্রশাসন জনাব, আব্দুল বাকী সরকার।

৩০ ডিসেম্বর/১৪ তারিখে সাঘাটা ইউনিয়নে ভিডিও প্রদর্শন সাঘাটা পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে জনাব সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন অনুষ্ঠিত। প্রতিটি এলাকায় ভিডিও প্রদর্শনের পর মতামত গ্রহন করা হয়। অধিকাংশ দর্শনার্থী বলেন আদর্শ সরকারি প্রাথমিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উপর নির্মিত ভিডিও প্রদর্শন প্রতি তিন মাস পরপর করা দরকার এবং ইউনিয়নের কমপক্ষে ৩/৪ টি স্পটে দেখানো দরকার।

প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিতকরণে প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক জনতার সংলাপঃ

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও বিশ্ব ব্যাংক এর প্রতিবেদন অনুযায়ী বিশ্বে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধীতা সম্মুখীন ১০০ কোটির অধিক মানুষ রয়েছে। এর মধ্যে ২ কোটি ৩০ লক্ষ মানুষ বাস করে বাংলাদেশে। যারা বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধীতা কারণে নানা ধরনের বৈষম্যের সম্মুখীন এদের মধ্যে স্কুল গমনোপযোগী একটি বড় অংশ শিক্ষা বাহিরে এই বৃহৎ জনগোষ্ঠীর সর্বক্ষেত্রে সমঅংশগ্রহন নিশ্চিত করার দায়িত্ব এদের বাদ দিয়ে সমাজের সার্বিক সম্ভবপর নয়। সবার জন্য শিক্ষা



সমাজে
হচ্ছে।
শিশুর
রয়েছে।
রাষ্ট্রের।
উন্নয়ন
নিশ্চিত

করতে হলে এসকল শিশুকে অবশ্যই শিক্ষা ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ ও সুপারিশমালা প্রণয়নের জন্য উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা ও গণসাক্ষরতা অভিযান যৌথ উদ্যোগে ৬ ডিসেম্বর/১৪ প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিতকরণে প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক জনতার সংলাপের আয়োজন করা হয়। সংলাপে প্রতিবন্ধী ও অপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষক, এসএমসির সদস্য, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠনের প্রতিনিধি, সাংবাদিক ও শিক্ষা ওয়াচ কমিটির সদস্য উপস্থিত ছিলেন। জনাব এএইচএম গোলাম শহীদ রঞ্জু, চেয়ারম্যান উপজেলা পরিষদ, সাঘাটা সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন জাতীয় সংসদের মাননীয় ডেপুটি স্পীকার এ্যাডভোকেট ফজলে রাব্বী মিয়া, এমপি, বিশেষ অতিথি ছিলেন জনাব, এহছানে এলাহী, জেলা প্রশাসক, গাইবান্ধা, মোঃ আব্দুল আউয়াল, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, সাঘাটা, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার জনাব একেএম আমিরুল ইসলাম, সিডিডির নির্বাহী পরিচালক নোমান, গণসাক্ষরতা প্রতিনিধি, জনাব মোস্তাফিজুর রহমান, চ্যানেল আই এর শিক্ষা বিষয়ক প্রতিনিধি জনাব মোস্তাফা মলি-ক ছিলেন। প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন বর্তমান সরকার আগামী বাজেটে শিক্ষা ক্ষেত্রে আরও অধিক বরাদ্দ বৃদ্ধির পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এর আওতায় প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য সমন্বিত শিক্ষা কর্মসূচী, ভাতার পরিমানের সংখ্যা বৃদ্ধিসহ বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে। সেই সাথে মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর একান্ড আগ্রহে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে বিশেষ ব্রেইল বই বিতরণ করারও উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। সেই সাথে সাঘাটা উপজেলার বাঁশহাটা গ্রামের বাক প্রতিবন্ধী অতি দরিদ্র কিশোরী মুনমুনের লেখাপড়া থেকে শুরু করে বিয়ে দেওয়া পর্যন্ত সকল দালিত্ব নিলেন জাতীয় সংসদের মাননীয় ডেপুটি স্পীকার এ্যাডভোকেট ফজলে রাব্বী মিয়া এমপি।

২১ ফেব্রুয়ারী উদযাপন উপলক্ষ্যে শিক্ষা মেলা ও আলোচনা সভাঃ

২১ ফেব্রুয়ারী /১৫ উদযাপন উপলক্ষ্যে কচুয়াহাট উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে তিন দিন ব্যাপী শিক্ষা মেলার আয়োজন করা হয়। মেলায় বিভিন্ন ধরনের মোট ২৫ টি স্টল ছিল। বেসরকারি সংস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় শিক্ষার্থীরা এসব স্টলে অংশগ্রহণ করে। উদ্বোধনী দিনে জনাব মোঃ আনোয়ারুল হক, প্রধান শিক্ষক,



কচুয়াহাট উচ্চ বিদ্যালয়, সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ আব্দুল আউয়াল, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সাঘাটা,গাইবান্ধা। ২য় দিনে আলোচনা সভায় জনাব আব্দুল মঈন প্রধান লাবু, চেয়ারম্যান, মুক্তিগর ইউনিয়ন, সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন জনাব এহছানে এলাহী, জেলা প্রশাসন, গাইবান্ধা। বিশেষ অতিথি ছিলেন মোঃ রফিকুল ইসলাম, থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সাঘাটা,মোঃ ইয়াকুব হোসেন, উপজেলা শিক্ষা অফিসার,সাঘাটা। সমাপনী দিনে জনাব মোঃ মোশারফ হোসেন সুইট ,চেয়ারম্যান এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন এএইচএম গোলাম শহীদ রজ্জু চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, সাঘাটা, গাইবান্ধা, বিশেষ অতিথি ছিলেন জনাব মোঃ মামতুল হক নয়ন, ভাইস চেয়ারম্যান,সাঘাটা,জনাব মোছাঃ নাজনীন বেগম, ভাইস চেয়ারম্যান,সাঘাটা



মেলায় শিক্ষার্থীদের জন্য সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতা, চিত্রাংকন,কবিতা আবৃত্তি, একক নৃত্য দেশাত্ম বোধক গান, নাটিকা, ডিসপে-, এছাড়া মেলাকে আকর্ষণীয় করার জন্য ছিল যাদু খেলা, লাঠি মারী বিশেষ আকর্ষণ ছিল কুষ্টিয়ার মাছরাঙ্গ লালন সংগীত।এতে এলাকা বাসীও মেলায় অংশগ্রহনকারীগন আনন্দ উপভোগ করেন।

প্রাথমিক শিক্ষায় জনঅংশগ্রহন বৃদ্ধি বিষয়ক মতবিনিময় সভাঃ ১-৩ ডিসেম্বর/১৪ তারিখে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার প্রশিক্ষণ কক্ষে সাঘাটা,মুক্তিগর ও গজারিয়া ইউনিয়নে শিক্ষক, এসএমসি, ইউপি প্রতিনিধি ও শিক্ষা ওয়াচ কমিটির সমন্বয়ে প্রাথমিক শিক্ষায় জনঅংশগ্রহন বৃদ্ধি বিষয়ক ৩ ব্যাচে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। ১ ডিসেম্বর মুক্তিগর ইউনিয়নে জনাব মোঃ নাদের হোসেন মন্ডল সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন জনাব, মোঃ আশরাফুল কবির,সহকারি জেলা প্রাথমিক অফিসার,গাইবান্ধা। ২ ডিসেম্বর গজারিয়া ইউনিয়নে জনাব মোঃ সাজু মিয়ার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন জনাব, আব্দুল বাকী সরকার, ইনস্ট্রাক্টর, ইউআরসি সাঘাটা, ৩ ডিসেম্বর/১৪ তারিখে মুক্তিগর ইউনিয়নে শিক্ষা ওয়াচ কমিটির সভাপতি জনাব মোঃ নাদের হোসেন মন্ডলের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন জনাব,মোঃ ইয়ুব হোসেন, উপজেলা শিক্ষা অফিসার,সাঘাটা। বিশেষ অতিথি ছিলেন আব্দুল বাকী সরকার, ইনস্ট্রাক্টর, ইউআরসি সাঘাটা। এই মতবিনি সভায় অংশগ্রহন করে অংশগ্রহনকারীরা তাদের দায়দায়িত্ব সম্পর্কে অবগত হন। তারা এখন বিদ্যালয়ে খোজ খবর রাখবেন বলে মতামত দেন।

বিদ্যালয় ভিত্তিক দক্ষতা
জবাব দিহিতা পরিকল্পনা
এলাকায় ১৬ টি প্রাথমিক

বিদ্যালয়ে দক্ষতা উন্নয়ন
দিহিতা পরিকল্পনা সভা
হয়। শিক্ষক, এসএমসি
, অভিভাবক,
পিটিএ, ইউপি শিক্ষা
কমিটি ও শিক্ষা ওয়াচ
সদস্যদের সমন্বয়ে



উন্নয়ন ও
সভাঃ কর্ম

ও জবাব
অনুষ্ঠিত

স্ট্যাভিং
কমিটি

পরিকল্পনা সভা অর্গঠিত হয়। সভায় বিদ্যালয়ে গুনগত দিক বিবেচনা করে বিষয় ভিত্তিক পরিকল্পনা করা হয়। এছাড়া বিদ্যালয়ের উন্নয়ন, বিদ্যালয়ের নেতৃত্ব, বিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট সকল সড়কের কর্মকর্তা, কর্মচারীদের অংশগ্রহণ, জনঅংশগ্রহণ যাতে করে শিক্ষা ও শিখন প্রক্রিয়ার উন্নয়ন ঘটে।

এক্ষেত্রে সকল কার্যক্রমের মূল হল শিক্ষার্থীদের ধারাবাহিক শিখন অর্জন উন্নয়ন সাধিত করা।

বিদ্যালয় ভিত্তিক জবাবদিহিতার মূল বিষয় বস্তু হলো শিক্ষার্থীদের শিখন অর্জন প্রতিটি শিক্ষকের দায়িত্ব। বিদ্যালয়ের নেতৃত্ব প্রধান শিক্ষক, এসএমসি এর সংঙ্গে অভিভাবক এবং স্থানীয় জনগনের অংশীদারিত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যা শিক্ষককে তার মূল দায়িত্ব পালনে সহায়ক

ভূমিকা পালন করে। এছাড়া আলাচনা শেষে সকল অংশগ্রহণকারীদের মতামতের ভিত্তিতে বিষয়ভিত্তিক পরিকল্পনা তৈরী করেন। পরবর্তিতে পরিকল্পনা অনুযায়ী বিদ্যালয়ের কার্যক্রম পরিচালনা করেন।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

- ১) কর্ম এলাকায় বিদ্যালয়ে গমন উপযোগী ৫- ১৫ বৎসরের সকল শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তির উদ্যোগ নেওয়া।

- ২) শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয় থেকে ঝড়ে পরা রোধ ও বিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের শিক্ষা চক্র সম্পন্ন করার লক্ষ্যে অভিভাবকদের সচেতনতা সৃষ্টি করা।
- ৩) বিদ্যালয়ের লেখাপড়া পরিবেশ তৈরি ও মান সম্মত শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে কমিউনিটির সক্রিয় অংশগ্রহণ ও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া।
- ৪) কর্ম এলাকার প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন ইস্যুতে স্থানীয় শিক্ষা প্রশাসন এবং বিদ্যালয়ে ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে যোগাযোগ করে সমস্যাগুলি নিয়ে মতবিনিময় করা এবং সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া
- ৫) প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করার পর মাধ্যমিক শিক্ষার অংশগ্রহণের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
- ৬) প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধি ও জবাবদিহিতার পরিবেশ তৈরি করা।

কর্মসূচির এ্যাপ্রোচ : (এই প্রোগ্রাম বা প্রকল্পের কার্যক্রম কিভাবে পরিচালিত হয়) গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা ও ফুলছড়ি উপজেলা ৪ টি ইউনিয়নে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের মাধ্যমে ৪৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার মান উন্নয়ন, ঝরেপড়া রোধ, শতভাগ ভর্তি নিশ্চিতকরণ, নিয়মিত মা সমাবেশ, ফলপ্রসূ এসএমসি মিটিং, জাতীয় দিবস উত্থাপন, সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্যাম্পেইন, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে শিক্ষা প্রশাসনের সাথে এ্যাডভোকেসি ও লবিং, শিক্ষক ও এসএমসির দক্ষতা উন্নয়নে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

ফলাফলঃ

১/ওয়াচ গ্রুপ গঠনের ফলে, শিক্ষা মান উন্নয়নে ইউনিয়ন ভিত্তিক প-টিফর্ম তৈরী হয়েছে।

২/ শিক্ষা প্রশাসন ওয়াচ কমিটিকে ইতিবাচক ভাবে দেখছে।

চ্যালেঞ্জ	সুপারিশ
<p>১/ শিক্ষকদের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনার অভাব ।</p> <p>২/ দারিদ্রতা</p> <p>৩/ শিক্ষক স্বল্পতা</p> <p>৪/ ভৌগলিক অবস্থা</p> <p>৫/ সহপাঠক্রমিক কার্সাবলী না হওয়া</p> <p>৬/ যাতায়াত সমস্যা</p> <p>৭/ শিক্ষক নিয়মিত স্কুলে যায়না</p> <p>৮/ ম্যানেজিং কমিটি সঠিক ভাবে দায়িত্ব পালন করেন না ।</p> <p>৯/ নিয়মিত মা/ অভিভাবক সমাবেশ না হওয়া</p> <p>১০/ খেলার উপকরন ও কিছু স্কুলে মাঠ না থাকা</p> <p>১১/ জাতীয় দিবস গুলি পালন ন করা</p> <p>১২/ ইউপি কর্তৃক স্কুল ফলো আপ না করা</p> <p>১৩/ বদলী শিক্ষক দ্বারা স্কুল পরিচালনা করা</p>	<p>১/ প্রতিটি বিদ্যালয়ে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা তৈরী ও সেই মোতাবেক কাজ করা ।</p> <p>২/ জন সচেতনতা বৃদ্ধিকরন ।</p> <p>৩/ যথোপযুক্ত পাঠদানের ক্ষেত্রে শিক্ষা উপকরনের ব্যবস্থা ও ব্যবহার নিশ্চিতকরন ।</p> <p>৪/ ১০০% উপবৃত্তির প্রদান ।</p> <p>৫/ পর্যাপ্ত খেলাধুলার উপকরন এর ব্যবস্থা করা ।</p> <p>৬/ শিশুদের প্রতিটি ভাল কাজের প্রসংসা করা ও পুরস্কৃত করা ।</p> <p>৭/ নিয়মিত কথ/ অভিভাবক সমাবেশ করা ।</p> <p>৮/ হোম ভিজিট বৃদ্ধিকরন ।</p>

সবল দিকসমূহ	দুর্বল দিকসমূহ	সুযোগসমূহ	বাধা/চ্যালেঞ্জসমূহ
<ul style="list-style-type: none"> সরকারী এবং স্থানীয় সরকার-এর সাথে সু সম্পর্ক ট্রেনিং সেন্টার 	<ul style="list-style-type: none"> অধিকাংশ মিটিং-এ অংশগ্রহণকারীে দর যাতায়াত 	<ul style="list-style-type: none"> ব্যাপক কর্মক্ষেত্র বিদ্যমান অগ্রিম অর্থ ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে 	<ul style="list-style-type: none"> যোগাযোগের সমস্যা (চর এলাকা)

আছে • শিক্ষা বিষয়ক কর্মে সংগঠনের সুনাম রয়েছে • দক্ষ কর্মী বাহিনী রয়েছে	খরচ প্রদান করা সম্ভব হয় না • স্বল্প সময়ে অধিক কাজ • কর্মীসংখ্যা সীমিত	• কর্মীর দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগ রয়েছে • কর্মী যাতায়নের জন্য বাইক ব্যবহারের অনুমোদন রয়েছে	
---	---	--	--

সমস্যা	উত্তরকাম
১। দারিদ্রতা ২। সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী না হওয়া ৩। ম্যানেজিং কমিটি সঠিক ভাবে দায়িত্ব পালন করেন না ও নিয়মিত সভা হয় না। ৪। জাতীয় দিবস গুলি পালন না করা ৫। মা ও অভিভাবক সমাবেশ নিয়মিত না হওয়া	১। জন সচেতনতা বৃদ্ধিকরন। ২। শিক্ষা প্রশাসনের সাথে লবিং। ৩। বিভিন্ন প্রশিক্ষনের মাধ্যমে আনন্দময় শিক্ষন-শিখন এর মাধ্যমে পাঠদান অব্যাহত। ৪। এস.এম.সি মিটিং এর মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি করণ চলমান। ৫। যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয় দিবসগুলো উৎযাপন করা হচ্ছে। ৬। নিয়মিত করনে অভিভাবক সমাবেশ করা ও হোম ভিজিট বৃদ্ধিকরন।
ঋতথ্যকল্যাণীদের মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে তথ্য সেবা পৌছানো।	তথ্যকল্যাণীদের মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ সম্পর্কে অবগত করা হয়েছে।

ফলাফল :

ওয়াচ গ্রুপ গঠনের ফলে, শিক্ষা মান উন্নয়নে ইউনিয়ন ভিত্তিক প্রাটফর্ম তৈরী হয়েছে। শিক্ষা প্রশাসন ওয়াচ কমিটির কার্যক্রমকে ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখছে। তথ্যকল্যাণীদের নিরলস প্রচেষ্টার ফলে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত হচ্ছে এবং সরকারের কর্মসূচি সুবিধা পাচ্ছে।

জীবন জীবিকার মানউন্নয়ন

গাইবান্ধা বাংলাদেশের একটি অত্যন্ত প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রবণ জেলা। নদীভাঙ্গন, বন্যা, খড়া, ঘূর্ণিঝড়, শীতের প্রকপ, একটি নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। বর্তমানে জলবায়ু পরিবর্তনের কারনে প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতি বছর হাজার হাজার একর জমি নদী গর্ভে বিলিন হয়ে যায়। অসময় ও আকস্মিক বন্যায় প্লাবিত হয়

ফসলের মাঠ। ফলশ্রুতিতে মঙ্গা, ফসল উৎপাদন হ্রাস, কাজের অভাব দেখা দেয়। এছাড়া চরাঞ্চলে অধিকাংশ জমি এক ফসলি হওয়ার কারনে বছরে প্রায় ৪-৫ মাস কৃষিজীবী পরিবার তথা কৃষি শ্রমিকদের অলস সময় কাটাতে হয়।

উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা প্রতিষ্ঠাকাল থেকে কর্মএলাকার জনগনের জীবন জীবিকার মানউন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। প্রতিবেদন কালে এই কর্মসূচির আওতায় সবজি বাগান তৈরী, মৌসুম ভিত্তিক গবাদী পশু পালনে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান, হস্তশিল্পসহ আয় বৃদ্ধি মূলক বিভিন্ন কর্মকান্ড পরিচালনা করা হয় যা, সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এসডিজি অর্জনে বিশেষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

কর্মসূচির এ্যাপ্রোচ :

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধিতে নারীদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করা। সামাজিক সচেতনতা, আয় বৃদ্ধি ও অপুষ্টি দূরীকরণে অধিবেশন পরিচালনা ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা।

কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি : বিভিন্ন সেবাদানকারী (সরকারী ও বেসরকারী) প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ স্থাপন করানো, যৌতুক বিহীন বিবাহ, গরু বিতরন, সবজি বাগান তৈরী, শীত বস্ত্র বিতরন, বালুচরে কুমড়ার চাষ। হস্তশিল্প বিবিয়ানা ও গ্রামীণ পরসদ সংগে কার্যক্রম পরিচালনা করেছে।

চ্যালেঞ্জ	ওভারকাম
• নদীভাঙ্গনের ফলে জনগোষ্ঠী বিপর্যস্ত হয়।	• সরকার ও কমিউনিটির সহায়তায় জমির ব্যবস্থা বাড়ি-ঘর স্থানান্তর করা হয়।

ফলাফল :

- সমাজে নিজেদের গ্রহন যোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে;
- সম্পদের পরিমান তুলনামূলক বৃদ্ধি পেয়েছে;
- পুষ্টির চাহিদা পূরনে সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে; এবং
- নিজ এলাকায় কাজের সুযোগ বেড়েছে।

জেভার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন

পুরুষ শাসিত এই সমাজে নারীরা চিরকাল তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত। শিক্ষা ও সচেতনতার হার কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও উল্লেখযোগ্য হারে কমছে না নারী পুরুষের বৈষম্য, বাল্য বিবাহ, নারী নির্যাতন ও যৌন হয়রানীর মাত্রা। সমাজের সকল ক্ষেত্রে অবহেলিত হচ্ছে নারীরা তাই মূলধারায় নারী এবং জেভার দুটোই গুরুত্বপূর্ণ ও একে অপরের পরিপূরক। সমাজের অর্ধেক জনগোষ্ঠি নারী। নারী সমাজকে কাজে লাগাতে না পারলে দেশের সার্বিক উন্নয়ন

কখনই সম্ভব নয়। এই বিশ্বাসে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা নারী স্বাধীকারকে সংস্থার লক্ষ্য হিসাবে গ্রহন করেছে; নারী পুরুষের সমতা বিধানে জেডার ইস্যুকে ক্রসকাটিং ইস্যু হিসাবে সংগঠনের বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। জনসংগঠন (গ্রাম উন্নয়ন পরিষদ, নারী কঠ ফেডারেশন, নারী উদ্যোক্তা দল, কমিউনিটি হেল্থ সার্কেল, সুফিয়া কামাল ফেলো দল) তৈরী, সক্ষমতা বৃদ্ধি ও নেতৃত্ব বিকাশের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার বৈষম্য হ্রাস তথা জেডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়নে ভূমিকা রাখছে।

কর্মসূচির এ্যাপ্রোচ :

সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত জনসংগঠন তৈরীপূর্বক সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ক্যাম্পেইন, কাউন্সিলিং, এ্যাডভোকেসী ও লবির মাধ্যমে স্থানীয় সেবারমান বৃদ্ধি, সামাজিক ব্যাধি হ্রাস, উন্নয়নকর্মকান্ড ও রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহন বৃদ্ধি করা।

কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি :

সুফিয়াকামাল ফেলোদের প্রশিক্ষণ, মিটিং (তথ্যকেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি, কমিউনিটি ক্লিনিক ব্যবস্থাপনা কমিটি, স্কুল ম্যানেজিং কমিটি, সাহ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মী কর্মকর্তা, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির সহিত)। বাল্য বিবাহ হ্রাস, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ, রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহন, বিভিন্ন কমিটিতে নারীদের অংশগ্রহন বৃদ্ধিতে ক্যাম্পেইন(র্যালী, আলোচনা সভা, মাইকিং, ভিডিও প্রদর্শন, পোস্টার লিফলেট বিতরন, বিলবোর্ড স্থাপন, ইউনিয়ন পরিষদে সিটিজেন চার্টার সরবরাহ) সুফিয়া কামাল ফেলোদের বার্ষিক সম্মেলন।

বাস্তবায়িত কাজ সমূহ :

ক্রমিক নং	কার্যক্রমের নাম	টার্গেট	অর্জন
০১	ইউনিয়ন পরিষদেও নির্বাচিত সকল প্রতিনিধি ও সচিবদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	২ ব্যাচ	২ ব্যাচ
০২	নির্বাচিত নারী প্রতিনিধি ও সম্ভাব্য প্রার্থীদের নেতৃত্ব ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	৫০ জন	৫০ জন
০৩	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সাথে পরিকল্পনা ও সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান পরীক্ষণ	০৪ টি	০৪ টি
০৪	অপরাজিতা উপজেলা প্লাটফরম গঠন/সক্রিয়করণ সভা	০৪ টি	০৪ টি
০৫	উপজেলা পর্যায়ের সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সেবারমান এবং সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি বিষয়ে জনগনের মুখো-মুখি সভা	০১ টি	০১ টি
০৬	অপরাজিতা সমাবেশ	০১ টি	০১ টি
০৭	স্থানীয় জনগনের সাথে অপরাজিতাদেও সভা	১২ টি	১২ টি
০৮	কোচিং এবং মেন্টরিংয়ের জন্য অপরাজিতা গ্রুপ মিটিং	০৪ টি	০৪ টি
০৯	সামাজিক উদ্যোক্তাদলের দক্ষতা বৃদ্ধি মূলক প্রশিক্ষণ	০৩ ব্যাচ	০৩ ব্যাচ
১০	উন্নয়ন পদক্ষেপ বিতরন	২০০ টি	২০০ টি

চ্যালেঞ্জ	ওভারকাম
<ul style="list-style-type: none"> * ইউনিয়ন পরিষদের বাজেট প্রণয়নের জন্য সরকার কর্তৃক প্রেরিত নির্দিষ্ট ছক থাকায় নারীর মানবাধিকার ইস্যুতে বরাদ্দটি কোন খাতে সমন্বয় করা যায় না। * রাজনৈতিক অস্থিরতা, জনগনের মাঝে ভীতি। 	<ul style="list-style-type: none"> * ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে নারীর মানবাধিকার ইস্যুতে বরাদ্দ রাখার উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সুফিয়া কামাল ফেলোগন এ্যাডভোকেসী করেছে। * প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় করে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। * ছুটির দিনে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

ফলাফল :

ইউনিয়ন পরিষদের বাজেটে নারী বান্ধব প্রকল্প এর বরাদ্দ সম্পূর্ণ হয়েছে। তথ্য কেন্দ্রে সাথে যৌথ ভাবে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং সকল তথ্য সার্বিক ভাবে হালনাগাদ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইউনিয়নে হেল্পলাইন সাইনবোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। ক্যাম্পেইন কর্মসূচি ও সুফিয়া কামাল ফেলো সম্মেলন বাস্তবায়নের ফলে প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধির সাথে সুফিয়া কামাল ফেলোদের কর্ম সম্পর্ক আরো গতিশীল হয়েছে। উইড কমিটির ছয় মাসের কর্মপরিকল্পনা তৈরী হয়েছে। নারী নির্যাতন প্রতিরোধে সুফিয়া কামাল ফেলোদের সাথে প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগীদের কর্ম সম্পর্ক গতিশীল হয়েছে।

সুশাসন ও জনসংগঠন উন্নয়ন :

প্রতিটি সরকারই বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কম-বেশি নীতিমালা তৈরী করলেও নানা সীমাবদ্ধতা ও অবহেলার কারণে বেশির ভাগ নীতিমালা সমূহের যথাযথ বাস্তবায়ন করতে পারেনি, ফলে জনগণ তাদের ন্যায্য অধিকার প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, দায়বদ্ধ সরকারীসেবা তথা সেবায় দরিদ্র মানুষের ন্যায্য হিস্যা নিশ্চিত করণে সকল পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন নিশ্চিত না হলে টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়, অধিকার ক্ষমতায়নের মাধ্যমে গরীব, সুবিধা বঞ্চিত নারী পুরুষের পরিবর্তন আনয়ন সম্ভব। ‘সবার জন্য খাদ্য’

প্রচারাভিযান, নাগরিক সংগঠন“ লোকমোর্চা”গঠনের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচীর মান বৃদ্ধিতে সামাজিক নিরীক্ষা ও এ্যাডভোকেসী কার্যক্রমের উদ্যোগ গ্রহন করেছে। লোকমোর্চা সেবা প্রদানকারী ও সেবা গ্রহনকারীদের মাঝে অনুঘটক হিসাবে কাজ করেছে। এ কার্যক্রম সঠিক ভাবে বাস্তবায়িত হলে এ কর্মসূচী গুলোর নীতিমালার বাস্তবায়নে ব্যবধান অনেকাংশে হ্রাস পাবে ও অতিদরিদ্র মানুষের কল্যাণ বয়ে আনবে বলে আমাদের বিশ্বাস। এ লক্ষ্যে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা, গভার্ণেন্স কোয়ালিশন/অক্সফ্যাম-জিবি এর সহযোগিতায় সাঘাটা উপজেলার মুক্তিনগর ও ভরতখালী ইউনিয়নে সবার জন্য খাদ্য কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে।

কর্মসূচির এ্যাপ্রোচ :

এই কর্মসূচির কার্যক্রম মূলত: এ্যাডভোকেসীমূলক যা সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনীমূলক কার্যক্রমের যথাযথ বাস্তবায়নে সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত লোকমোর্চা কমিটি এবং উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে এবং কেন্দ্রীয় পর্যায়ে গভার্ণেন্স কোয়ালিশন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। দাতা সংস্থা অক্সফ্যাম-জিবি কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়তা করছেন। মাঠ পর্যায়ে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সচেতন করার জন্য বিভিন্ন ক্যাম্পেইন কার্যক্রম, লবিং অনুষ্ঠানের আয়োজন করা, সংশ্লিষ্ট সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান প্রতিনিধিদের সেবারমান বৃদ্ধিতে এ্যাডভোকেসী করা এবং সামাজিক নিরীক্ষার ফলাফলগুলো কেন্দ্রীয় পর্যায়ে নীতিনির্ধারকদের সহিত সেমিনারের মাধ্যমে তুলে ধরে সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনীমূলক কর্মসূচিগুলোর যথাযথ বাস্তবায়নে কর্তৃপক্ষের পদক্ষেপ গ্রহন এবং প্রয়োজনে নীতিমালা সংশোধনে সুপারিশ করা অন্যতম কাজ।

উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি : উপজেলা পর্যায়ে গণশুনানী (পাবলিক হেয়ারিং), সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনীমূলক কর্মসূচির যথাযথ বাস্তবায়নে পর্যায়ে লবিং, সামাজিক নিরীক্ষা (ভিজিডি, ভিজিএফ, অতিদরিদ্রের কর্মসংস্থান) সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনীমূলক কর্মসূচির যথাযথ বাস্তবায়ন ও সবার জন্য খাদ্যের দাবীতে ক্যাম্পেইন কর্মসূচির অংশ হিসাবে স্বারকলিপি প্রদান, আলোচনাসভা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, পোষ্টার, লিফলেট বিতরণ। আন্তর্জাতিক দারিদ্রবিমোচন দিবস উদযাপন, সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সহিত এ্যাডভোকেসী।

চ্যালেঞ্জ	ওভারকাম
১.সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনীমূলক কর্মসূচির বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান (ইউপি, উপজেলা প্রশাসন গতানুগতিক এবং দায়সার ভাবে কার্যক্রম বাস্তবায়ন।	১.সামাজিক নিরীক্ষা, লবিং ও এ্যাডভোকেসীর ফলে নীতিমালা অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা বৃদ্ধি পেয়েছে।
২. ইউপি প্রতিনিধিদের স্বচ্ছতা ও আন্তরিকতার অভাব	২. ইউপি প্রতিনিধিদের স্বচ্ছতা ও আন্তরিকতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

ফলাফল :

লটারীর মাধ্যমে অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচির সুবিধাভোগি নির্বাচনের ফলে অর্থনৈতিক অনিয়ম থেকে রক্ষা। ভিজিএফ বিতরণে ৫ জন সুবিধাভোগির মাঝে ৫০ কেজির চালের বস্তা দেওয়ায় বরাদ্দ অনুযায়ী চাল পেয়েছেন। ইউপি চেয়ারম্যান, সংরক্ষিত মহিলা সদস্য এবং ওয়ার্ড সদস্যগণ পাড়ায়-পাড়ায় বসে তাদের বরাদ্দ থেকে সমন্বয় করে মান্য-গন্য লোকের সহিত আলোচনার মাধ্যমে সুবিধাভোগি নির্বাচন করায় প্রকৃত দুঃস্থ/গরীব

ব্যক্তিগনই ভিজিএফ পেয়েছেন। অধিকার সচেতনতার পাশা-পাশি অধিকার আদায়ে সোচ্চার হয়েছেন। সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনীমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নকারীগন পূর্বের তুলনায় অপেক্ষাকৃত সুষ্ঠুভাবে কাজ করছেন।

স্বাস্থ্য উন্নয়ন

বাংলাদেশের অনগ্রসর জেলাগুলোর মধ্যে গাইবান্ধা অন্যতম। বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ এ এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থার ইতিবাচক উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধকতা। জেলার প্রায় ৬৫-৭০ ভাগ পরিবার দারিদ্র সীমার নীচে বসবাস করে। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক স্বাস্থ্যপরিচর্যা, স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে অসচেতনতার জন্য বিভিন্ন রোগ ভুগে থাকে। ফলে তারা বছরের পর বছর বেশীর ভাগ সময় কর্মহীন থেকে দরিদ্র হতে দরিদ্রতর অবস্থায় পড়ছে। অন্যদিকে দরিদ্র মানুষের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য সরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের অসহযোগিতা, সেবাগ্রহণকারীর প্রতি নেতিবাচক মনোভাব এর কারণে তারা বঞ্চিত হচ্ছেন। সরকারী স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি হতে এই সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করে সুবিধা বঞ্চিত নারী ও শিশু গুণগত স্বাস্থ্য মান উন্নয়ন, স্থানীয় স্বাস্থ্য সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে দরিদ্র মানুষেরা প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা, গুণগত স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির দাবী আদায়ের জন্য কমিউনিটির সামর্থ্য বৃদ্ধি, সরকারী স্বাস্থ্যসেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কমিউনিটির মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা দোড়গোড়ায় পৌছানো, সাঘাটা ডায়বেটিক সমিতি এবং কমিউনিটি পর্যায়ে মনিটরিং ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রাম ভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা মনিটরিং পদ্ধতি শক্তিশালী করার ব্রত নিয়ে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা ডিসেম্বর ২০১০ হতে ২০১৪ মেয়াদের ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সহায়তায় গণউন্নয়ন কেন্দ্র (জিইউকে) ও প্রিপট্রাস্ট এর কারিগরি সহায়তায় সাঘাটা উপজেলা, ভরতখালী, সাঘাটা ও মুক্তিনগর ইউনিয়নে “এ্যাডভোকেসী ফর পুওরস এ্যাকসেস টু দি লোকাল পাবলিক হেল্থ সার্ভিসেস” নামক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

কর্মসূচির এ্যাপ্রোচ : এ্যাডভোকেসি এ্যাপ্রোচ ও জনগণের দোড়গোড়ায় স্বাস্থ্য সেবা পৌছানো।

কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি : উপজেলা এ্যাডভোকেসি মিটিং, বিভিন্ন সরকারী, বেসরকারী স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ, সাঘাটা ডায়বেটিক সমিতির মাধ্যমে বিভিন্ন পরীক্ষা, সিএইচসির মাসিক সভা, সিবিও মাসিক সভা, ইউ.এইচ এফ এর মাসিক সভা, পালা গানের অনুষ্ঠান, ওয়াচ কমিটির মিটিং, সিবিও কার্যক্রম ফলোআপ, ইউএইচএফ র কার্যক্রম ফলোআপ, ইউনিয়ন লিগেল রেজিস্ট্রেশন, ইউপি হেল্থ স্ট্যান্ডিং কমিটির সক্রিয় করনের ফলোআপ ও তথ্যকল্যাণীদের মাধ্যমে জনগণের দোড়গোড়ায় স্বাস্থ্য সেবা পৌছানো।

দুর্যোগ প্রস্তুতি ও ব্যবস্থাপনা

বর্তমান সময়ে জলবায়ু পরিবর্তন এর কারনে প্রাকৃতিক দুর্যোগ অসহনীয় মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে। নদীভাঙ্গন, বন্যা, খড়া, ঘূর্ণিঝড়, শীতের প্রকপ, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি এসব নানাবিধ কারনে পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত উন্নয়ন কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। আমরা দুর্যোগকে রোধ করতে পারিনা কিন্তু দুর্যোগ প্রস্তুতি ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এর প্রভাব বা ক্ষতির পরিমান হ্রাস করতে পারি। শুধুমাত্র দুর্যোগ প্রস্তুতি, ব্যবস্থাপনা, আগাম

বার্তা পদ্ধতি ও সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দূর্যোগে ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ অনেক হ্রাস করা সম্ভব। উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা দূর্যোগ প্রস্তুতি ও ব্যবস্থাপনা কর্মসূচির মাধ্যমে কর্মএলাকার জনসাধারণের সক্ষমতা ও সচেতনতা উন্নয়নে উল্লেখিত বিষয়ে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। এছাড়া বন্যা ও নদীভাঙ্গনে দূর্যোগকালীন উদ্ধার কার্যক্রম ও দূর্যোগ পরবর্তী সময়ে জরুরী ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে।

কর্মসূচির অ্যাপ্রোচ :

প্রতি বছর দূর্যোগ প্রশমন পরিকল্পনা তৈরী ও তা অনুসরণ করে দূর্যোগ মোকাবেলায় পানি পরিষদ, লোকাল প্রজেক্ট সোসাইটি, চর উন্নয়ন কমিটি ও কমিউনিটি হেল্থ সারকেল এর মাধ্যমে উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনা উঠান বৈঠক বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান ও উপকরণ বিতরণ করা।

কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি : দূর্যোগ প্রস্তুতি ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ, জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক বই বিতরণ, দূর্যোগ পূর্ব, দূর্যোগকালীন ও পরবর্তী করণীয় বিষয়ে উঠান বৈঠক, শীতবস্ত্র বিতরণ।

দিবস উদযাপন ও বার্ষিক ক্রিড়া প্রতিযোগিতা

বিভিন্ন সমাবেশ ও দিবস উদযাপনঃ

উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা এলাকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ক্লাব, স্থানীয় প্রশাসন ও জনগণের সহিত সম্মিলিত অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিভিন্ন দিবস উদযাপন করে থাকে। দিবস উদযাপনের জন্য র্যালী, সমাবেশ, সেমিনার, মানববন্ধন ও আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ২০১৫ সালে যে সকল দিবস উদযাপন করা হয়েছে তা নিম্নে দেয়া হলো-

শিশু অধিকার সপ্তাহ, বাংলা নববর্ষ, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, আন্তর্জাতিক নারী দিবস, আন্তর্জাতিক দারিদ্র বিমোচন দিবস, বিশ্ব পরিবেশ দিবস, রোকেয়া দিবস, আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস, মহান স্বাধীনতা দিবস, মহান বিজয় দিবস, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, গ্লোবাল অ্যাকশন উইক ও বিশ্ব নারী দিবস এবং উদয়ন এর প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী।

সাংস্কৃতিক কার্যক্রম:

উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা বিশ্বাস করে, সুস্থ সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড চর্চার মাধ্যমে অল্প সময়ের মধ্যে জনগণের ইতিবাচক পরিবর্তন আনা সম্ভব যা অন্যান্য মাধ্যমে সহজে সম্ভব নয়। উদয়ন তাই শুরু থেকে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে এর চর্চা ও বিকাশে সহায়তা করেছে। কর্মীদের দ্বারা নিজস্ব সাংস্কৃতিক টীম গঠনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান

ভিত্তিক সাংস্কৃতিক দল গঠনে সহযোগিতা ছাড়াও জনসচেতনতার জন্য নাচ, গান, গন নাটক, জারীগান ইত্যাদি করে থাকে।

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা :

লেখাপড়ার পাশাপাশি শারীরিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দৈহিক গঠন এবং শিশুদের আনন্দ বিনোদন লাভের জন্য প্রতি বৎসরের মত ২০১৫ সালে স্কুল-কলেজ ভিত্তিক বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ক্রীড়ানুষ্ঠানে খেলাধুলার পাশাপাশি শ্রেণী ভিত্তিক ও বিষয় ভিত্তিক সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতা নাচ, গান, কৌতুক ও নাটক অনুষ্ঠিত হয়। স্কুলের ছাত্র/ছাত্রী, শিক্ষক ও এলাকার সুধীজন ও সাধারণ জনগন এই ক্রীড়া অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ ও সহায়তা করেন।

সবার জন্য শিক্ষার নিশ্চয়তা চাই উপলক্ষ্যে র্যালী

উদয়ন মহিলা কলেজ এ উপলক্ষ্যে র্যালী/সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। অতিথি হিসেবে ছিলেন জনাব পবন কুমার সরকার উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, জনাব আনোয়ার হোসেন সাজু, প্রধান শিক্ষক উদয়ন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়।

সভাপতিত্ব করেন জনাব মোস্তাফিজুর রহমান অধ্যক্ষ উদয়ন মহিলা কলেজ।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, সুধীজন, এনজিও কর্মী, উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা গণের সম্মুখে এক বর্ণাঢ্য র্যালী, আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

এক নজরে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা

সংস্থার নাম : উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা (USS)
পুটিমারী, সাঘাটা, গাইবান্ধা।

যোগাযোগের ঠিকানা	:	গ্রাম : পুটিমারী, ডাকঘর : খামার ধনাবুহা, উপজেলা : সাঘাটা, জেলা : গাইবান্ধা।
মোবাইল নং	:	০১৭১১৪১৩৭৬৫ ০১৭১৩৪৮৪৬৬৯
ইমেইল	:	info@udayanbd.org uss.gaibandha@gmail.com
ফেসবুক	:	www.facebook.com/ussgaibandha
ওয়েব ঠিকানা	:	www.udayanbd.org
সংস্থার প্রতিষ্ঠাকাল	:	১৮ মে ১৯৭৯
আইন গত বৈধতা	:	সমাজ সেবা অধিদপ্তর ২৬৩/১৯৮১ এনজিও ব্যুরো ৫৬৬/১৯৯১
সংস্থার ধরণ	:	স্থানীয়
সংস্থার নির্বাহী প্রধান ও পদবী	:	মোঃ শাহাদত হোসেন মন্ডল নির্বাহী পরিচালক
সমন্বিত উন্নয়ন কার্যক্রম এলাকা	:	গাইবান্ধা

- প্রধান কর্মসূচী সমূহ :
- ১। শিক্ষা, তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি ও মানব সম্পদ উন্নয়ন
 - ২। জীবন জীবিকার মানউন্নয়ন
 - ৩। জেডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন
 - ৪। সুশাসন ও জনসংগঠন উন্নয়ন
 - ৫। স্বাস্থ্য উন্নয়ন
 - ৬। দুর্যোগ প্রস্তুতি ও ব্যবস্থাপনা

মোট দল ও সদস্য সংখ্যা : মোট দল : ৭৬১ টি, মোট সদস্য : ৯০৫৭জন ,

কর্মী সংখ্যা:

ধরন	নারী	পুরুষ	মোট
নিয়মিত	১৮	৩৮	৫৬
অনিয়মিত	৫১	০৪	৫৫
সেচ্ছাসেবী	১৩০	২২	১৫২
মোট	১৯৯	৬৪	২৬৩

নেটওয়ার্কের সদস্য

01. ADAB.
02. BSAF.
03. VHSS.

- 04. CAMPE.
- 05. CWCS.
- 06. CDF.
- 07. ALRD.
- 08. Governance Coalition.
- 09. Gaibandha Unnayan Network.
- 10. NGO Forum for Public Health.
- 11. Prantik Manusher Sanghati (PMS).
- 12. BEN.

Organogram of USS

